Taruballa 1-2-36

— শ্রীতেন কোম্পানীর প্রথম অর্ঘ্য —

রসরাজ ৺অমৃতলাল বসুর

তরুবালা

শুভ উদ্বোধন

শনিবার
১লা ফেব্রুয়ারী,
১৯৩৬

১৩৮ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, শ্যামবাজার, ফোন্ বি, বি, ১৫১৫

পরিচালক—একজিবিটরস্ সিণ্ডিকেট্ লিমিটেড, ৬৮নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

১৬।১এ বিডন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, বি, নান্ (পাবলিসিটি এজেণ্ট) কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সংগীতলহরী

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

সুশীল মজুমদার

সহকারী—

সৌমেন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ফুলবাবু)

—সুরশিল্পী—

নীরেন্দ্র লাহিড়ী

—ব্যবস্থাপকগণ—

কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়

হেরম্ব চক্রবর্ত্তী

—চিত্রশিল্পী—

পল্ ব্রিকে

ও

মংলু

—শব্দযন্ত্রী—

এ, ব্র্যাড্‌বার্ণ

ও

বালকৃষ্ণ

—রসায়নায়—

ডি, জি, গুণে

—পটশিল্পী—

রুস্তম ঈরাণী

—সম্পাদনায়—

সুশীল মজুমদার

পায়োনিয়ার ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে

গৃহীত

—পরিবেশক—

রীতেন্ এণ্ড কোম্পানী

৬৮ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মৃত্যুঞ্জয়	অহীন্দ্র চৌধুরী
বেণী	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
অখিল	জহর গাঙ্গুলী
বেহারী	শৈলেন চৌধুরী
হীরালাল	কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়
শোভনলাল	কার্ত্তিক রায়
হারাণ	আশু বসু (এঃ)
জমাদার	সুহাস সরকার
ডাক্তার	পল্টু গাঙ্গুলী (এঃ)
জনৈক ব্যক্তি	নন্দ মুখোপাধ্যায় (এঃ)
জনৈক যুবক	বিমল চন্দ্র ঘোষ (এঃ)
গায়ক	বীরেন ভট্টাচার্য্য
বৈরাগী	বিমল চ্যাটার্জী
আমোদিনী	প্রভা
তরুবালা	জ্যোৎস্না গুপ্তা
পারুল	বীণা
সহচরী	পদ্মাবতী
দামিনী	প্রভাবতী
প্রসন্নময়ী	নগেন্দ্রবালা
বামা	হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী)
শান্ত	পারুলবালা
বৈষ্ণবী	কমলা (ঝরিয়া)
কিস্‌মিস্‌	সুহাসিনী

তরুবালা—

তরুবালার নায়িকা জ্যোৎস্না

গল্পাংশ

অখিল ছিল বিশেষ সঙ্গতিপন্ন, সম্ভ্রান্ত ঘরের এক শিক্ষিত যুবক। বিধবা
বিধবা বোন্—শান্তা ও সুন্দরী, গুণবতী স্ত্রী—তরুবালা, এই নিয়ে তার
ার। কিন্তু বিবাহিত জীবনে অখিল তরুবালাকে নিয়ে সুখী হ'তে পারে নি'।
রাত পুঁথি ঘেঁটে, এই কাব্য রোগগ্রস্ত যুবকটির ধারণা—বাল্যের সে পূর্ব্বরাগ-
জত, মামুলী বিবাহ—বিবাহই নয়! কাব্য ও নাটকে নায়ক-নায়িকাদের
কে প্রেমের বর্ণনা থেকে লভ্ ও রোমান্স্ সম্বন্ধে তার মস্তিষ্কে যে উৎকট
না জন্মেছিল, তার বিশ্বাস, নিজের বিবাহিত জীবনে তরুবালার কাছ্ থেকে তা
নয়ে পাওয়া সম্ভব নয়। তাই, সাধারণ গৃহস্থ ঘরের, বধু-জীবনের আদর্শ নিয়ে
রের নিষ্ঠা, সেবা ও ভালবাসা দিয়েও তরুবালা তার স্বামীর মন আকর্ষণ
রতে পারলে না। বেচারী সকল দিক্ দিয়েই উপেক্ষিতা হোয়ে রইল।

মৃত্যুঞ্জয় মল্লিক বেশে অহীন্দ্র চৌধুরী

আচার-ব্যবহারে অখিল—তরুবালার জীবন বিপন্ন কোরে তুল্‌লো। সে হাসি মুখে সকল নির্য্যাতন সহ্য কোর্‌তো। প্রাণপণে তার উপেক্ষিত জীবনের সকল বেদনাই বাহ্যিক হাসির আবরণে সে সকলের কাছে গোপন কোরে রাখতে চাইত। কিন্তু তরুবালার প্রতি সমবেদনায়—সকলেরই অন্তর ভেঙ্গে পড়তো। অখিলের এই হৃদয়হীন ব্যবহারে তার মাতা ও ভগ্নীর দুঃখের সীমা ছিল না। তরুবালার সাহায্যে, তার দাদার মন ফেরাবার জন্য ভগ্নী শান্তা সর্ব্বদাই নানা উপায় অবলম্বন কোরতো কিন্তু তাতে ফল প্রায়ই বিপরীত হোত। কাব্য-ব্যাধি-গ্রস্থ অখিল, নাটুকে প্রেমের সন্ধানে কাব্য-লোকেই বন্দী হোয়ে রইল। সাধ্বী স্ত্রীর কাছে সে ধরা দিলে না।

এই সুযোগে, স্বার্থসিদ্ধির আশায় তাদেরই এক আশ্রিত ও প্রতিবেশী বেণী—অখিলের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য বেশ একটি জাল বিস্তার কোরে ফেল্‌লো। ঘর-ছাড়া ছেলের মন ফিরবে—তাই অখিলের মাতা অর্থ ও সম্মতি দুই দিলেন। হোমিওপ্যাথী ডিস্‌পেনসারী খোলবার নামে ধূর্ত্ত বেণী বেশ মোটা রকম কিছু

পারুলের গৃহে একটী দৃশ্য

হাতিয়ে নিলে। কিন্তু এতেও তার আশার নিবৃত্তি হোল না। হীরালাল নামে এক দালালকে অর্থ লোভে বশীভূত কোরে, তারই সাহায্যে অখিলকে ডায়মণ্ড-

শ্রীমতী পারুলবালা

হারবারে নিয়ে গিয়ে পারুল নামে এক বারাঙ্গনার সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ ঘটিয়ে দিলে। কৃত্রিম হাবভাব, কবিতা আবৃত্তি ও প্রেমের অভিনয়ে, বিকৃতবুদ্ধি ও বাতিক-গ্রস্ত অখিলকে শেষ পর্য্যন্ত গেঁথে তুলতে পারুলকে বিশেষ কিছুই বেগ পেতে হয় নি।

অখিল পারুলের প্রেমে বিভোর হোয়ে, দিনরাত প্রায় তারই আশ্রয়ে কাটাতে লাগলো।

পারুলকে পেয়ে সংসারের প্রতি অখিলের আরও বিতৃষ্ণা বেড়ে উঠলো। বেচারী তরুবালা, স্বামীকে তবু কাছে না পেলেও বাড়ীতে পেতো। আজ তারই চোখের সামনে এক গণিকার প্রতারণায় স্বামী তার ঘর ছাড়া হোতে বসেছে।

মা প্রমাদ গণিলেন। পাড়ারই এক অভিভাবক-স্থানীয়, মাতব্বর—মৃত্যুঞ্জয়

ধূর্ত্ত বেণী ও কাব্য-ব্যাধি-গ্রস্ত অখিল

মল্লিক মহাশয় অখিলের বাড়ীর ঠিক পাশেই থাক্‌তেন। পাশাপাশি থাকার দরুণ দুই সংসারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা অনেকটা আত্মীয়তায় পরিণত হোয়েছিল। মল্লিক মহাশয়ের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী আমোদিনী তরুবালাকে যথেষ্টই স্নেহ কোরতেন এবং অখিলের ব্যবহারে বিশেষ ব্যথা পেতেন। এক শান্ত ছাড়া তরুবালার অন্তরের অবরুদ্ধ বেদনাটুকু সে অপরের কাছে প্রাণপণে গোপন রাখতে চেষ্টা কোরলেও আমোদিনীর সস্নেহ সতর্ক দৃষ্টিকে সেও ফাঁকী দিতে পারেনি। অখিলের জননী অবশেষে এই পরদুঃখকাতর প্রৌঢ় মল্লিক মহাশয়ের শরণাপন্ন হোলেন।

মল্লিক মহাশয়ের ভয়ে, রাতারাতি ডিস্‌পেন্সারী গুটিয়ে বেণীকে গা ঢাকা দিতে হোল। তিনি অখিলের অধঃপতনের ধারাবাহিক ইতিহাস শুনে আবার সেই দালাল হীরালালকে টাকার লোভ দেখিয়ে, কার্য্য উদ্ধারে নিযুক্ত কোরলেন।

পারুলের বাড়ীতে শোভনলাল নাম দিয়ে একব্যক্তিকে নকল প্রণয়ী সাজিয়ে অখিলের প্রেমের প্রতিদ্বন্দী খাড়া করা হোল। অখিল যখন সেটা একদিন দৈবাৎ আবিষ্কার কোরে ফেল্‌লে, পারুলের খাঁটি রূপটি তখন তার কাছে আর লুকানো রইল না। যে ছিল অখিল-অন্ত প্রাণ সেই পারুলই প্রমান কোরে দিলে যে তার সাজানো প্রেমে গলদ কোথায়!

পারুলের গৃহ

মরিয়া অখিল, মত্ত অবস্থায় বেরিয়ে পড়লো। আর একটি গণিকালয়ে এক মন্তপ বন্ধুর সাহচর্য্যে কিছুক্ষণ কাটিয়ে এল। কিন্তু যে আঘাত সে পারুলের কাছে পেয়েছিল তা' সে ভুলতে পারেনি। মদ্যপানেও সে ব্যথার নিবৃত্তি হোলনা। সে আবার মত্ত অবস্থায় পারুলের ভবনে ছুটলো।......

সেখানে তখন রীতিমত মজলিস্ সুরু হোয়েচে। পারুলের ইয়ার-বন্ধুদের দেখে অখিল রুখে উঠলো এবং তার পরেই হাতাহাতি। শেষে এক সোডার বোতলের আঘাতে আহত হোয়ে অখিল অজ্ঞান অবস্থায় ধরাশায়ী হোল।

তারপর কেমন করে আবার সাধ্বী তার ঐকান্তিক সেবায়, পথভ্রষ্ট স্বামীকে তার নিজের আশ্রয়ে ফিরিয়ে পেল, কেতাবী রোমান্সের মোহ কেটে গিয়ে, সেই হতভাগ্যের অন্তরাকাশে আজ আবার নবীন প্রেমের অরুণোদয়ে, দাম্পত্যজীবন

মৃত্যুঞ্জয় ও আমোদিনী

রঙ্গীন্ হোয়ে উঠ্‌লো—তারই বেদনা-মধুর আলেখ্য, শেষ পর্য্যন্ত ছায়া-ছবির পর্দ্দায় আপনার চক্ষুকে অশ্রু সজল কোরে তুলবে।

পারুলের ভূমিকায় শ্রীমতী বীণা

অখিল ও তরুবালা ছাড়াও এই চিত্রে আরও কয়েকটি বিভিন্ন টাইপের নর-নারীর পরিচয় পাবেন। সংসার রঙ্গমঞ্চে কত বিভিন্ন ধরণের প্রেম-ব্যাধি-গ্রস্ত বিচিত্র জীব যে ঘোরা-ফেরা করে, নানা টাইপের মধ্য দিয়ে তাদের চরিত্র-গত বৈশিষ্ট ও কার্য্য কলাপ আপনাকে ভাবিয়ে তুলবে।

হীরালাল ও শোভনলাল

কৃষ্ণধন, কার্ত্তিক রায়

সঙ্গীতাংশ

(১)

বৈরাগী—

সুন্দরী আমায় কহিছ কী ?

তোমার পিরিতি ভাবিতে ভাবিতে
বিভোর হইয়াছি ॥
পিরিতি পিরিতি কি রীতি মূরতি
হৃদয়ে লাগিল সে।
পরাণ ছাড়িলে পিরিতি না ছাড়ে
পিরিতি গড়ল কে !!
পিরিতি বলিয়া এ তিন আখর
না জানি আছিল কোথা।
পিরিতি কণ্টক হিয়ায় বিঁধল
পরাণ পুতলী যথা ॥
পিরিতি পিরিতি পিরিতি অনল
দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল।
বিষম অনল নিভায়ল নহে
হিয়ায় বহল শেল ॥

ধূর্ত্ত বেণী বেশে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

(২)

বীণা ঃ—

তোমায় আমায় ক্ষণেক দেখা
নয় মালতি অশোক বনে।
নয় নিরালা জ্যোৎস্না রাতে
নয়গো ফাগুণ সমীরণে ॥
তবু সে কোন্ বাসন্তিকা
অলকার কোন্ মালবিকা
এমন ভালবাস্‌তে পারে
বেসেছে বা কোন্ জনে ॥
তোমার আঁখি সাঁঝের তারায়
তোমার হাসি জ্যোৎস্না ধারায়
তোমার নিখিল তোমায় ঘিরি
মিশে আছে দেহে মনে ॥

অখিল — জহর গাঙ্গুলী

(৩)

কমলা (ঝরিয়া) ঃ—

সই কেমনে ধরিব হিয়া।
আমার বঁধুয়া আন্ বাড়ী যায়
আমারি আঙ্গিনা দিয়া
সে বঁধু কালিয়া না চায় ফিরিয়া
এমতি করল কে
আমারি অন্তর যেমতি করিছে
তেমতি হউক সে ॥
আপনা আপনি মন বুঝাইতে
পরতীত নাহি হয়
পরের পরাণ হরণ করিলে
কাহার পরাণে সয়।
যুবতী হইয়া শ্যাম ভাঙ্গাইয়া
এমতি করল কে
আমার পরাণ যেমতি করিছে
তেমতি হউক সে।

(৪)

সুহাসিনী ঃ—

এসহে এস প্রাণে
আমার মনোরম।
শয়নে স্বপনে তুমি
জীবনে প্রিয়তম।
শিহরি আমারি জীবনেরি পথ
এসো মৃদুল মলয়েরি মত
ফুলবনে প্রিয়হে এসো আজি
কর তা ফুলময়
সরস অনুপম।

(৫)

বীণা ঃ—

তোর মনের বনে ফুল ফুটেছে
গোপনে কি রাখ্‌বি তারে।
বাসে তার বাতাস ভরা
অলি আসে বারে বারে।
এসেছে যদি অলি
বুকের মধু লুটিয়ে দে রে।
ঝরে গেলে দেখ্‌বে না কেউ
মর্‌বি কেঁদে অঝোর ধারে॥

---

(৬)

বীরেন ভট্টাচার্য্য ঃ—

তোমার নয়ন হতে নীলিমা নিয়া—
আকাশ হয়েছে নীল
হে মোর প্রিয়া।
কাজল অলক হেরি
মেঘেরা এসেছে ঘেরি
কোটি চাঁদ সুধা রসে
এলে নাহিয়া।

---

(৭)

বীরেন ভট্টাচার্য্য ঃ—

তোমার আঁখি সখি কি গুণ জানে।
তুমি আঁখিতে চাহিলে মরি—
না চাহিলে অভিমানে॥